

সূরা সাবা-৩৪

(হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ)

অবতীর্ণ হওয়ার তারিখ, শিরোনাম এবং প্রসঙ্গ

এই সূরাটি মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছিল। তবে ঠিক কোন সময়ে অবতীর্ণ হয়েছিল তার সঠিক তারিখ নিরূপণ করা কঠিন। কোন কোন বিশেষজ্ঞের মতে এটি মক্কী জীবনের মাঝামাঝি সময়কার সূরা। আবার রডওয়েল এবং নলডিকির মতো কোন কোন পণ্ডিত একে আরো পরে অবতীর্ণ হয়েছিল বলে মনে করেন। পূর্ববর্তী কয়েকটি সূরায় অন্য ধর্মের ওপরে ইসলাম ধর্মের চূড়ান্ত বিজয় সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণীর কথা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। তবে এই সূরার অব্যবহিত পূর্বের সূরা ‘আল আহয়াবে’ এ বিষয়টি বিস্তৃত পরিসরে আলোচিত হয়েছে কীভাবে অন্ধকারের সশ্লিলত শক্তি ইসলামকে ধৰ্মস করার জন্য পরিকল্পনায় সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়, কীভাবে নিতান্ত অসহায় অবস্থার মধ্যে থেকেও কঠোর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ইসলাম এর সম্মান ও প্রতিগতি অর্জন করে। বর্তমান সূরাটিতে বিশেষভাবে মুসলমানদেরকে সতর্ক করা হয়েছে যাতে তারা খারাপ আচার-আচরণ থেকে নিজেদেরকে বাঁচিয়ে রাখে। কেননা ইহজাগতিক সম্পদে যখন কোন জাতি প্রাচুর্য অর্জন করে তখন সাধারণভাবে তারা আয়েসী জীবনের দিকে ঝুঁকে পড়ে। যেহেতু কোন জাতির সঙ্গেই সর্বকালের জন্য আল্লাহ তাআলার কোন বিশেষ সম্পর্ক থাকে না তাই মুসলমানরাও যদি তাদের ইহজাগতিক উন্নতি ও প্রাচৰের সুযোগের মধ্যে পাপ-পক্ষিল জীবন-যাপনে অভ্যন্ত হয়ে পড়ে তাহলে তাদের পূর্ববর্তী সেবিয়ান বা সুলায়মান (আঃ) এর পরবর্তী বনী ইসরাইল জাতির যে অবস্থা হয়েছিল মুসলমানদেরকেও সেই একই দুর্ভোগ পোহাতে হবে।

বিষয়বস্তু

সূরাটি প্রথমেই আল্লাহর গুণাবলী প্রকাশক বাণী দ্বারা শুরু হয়েছে, যেমন ‘সব প্রশংসনা আল্লাহরই, আকাশসমূহে যা আছে এবং পৃথিবীতে যা-ই আছে সব তাঁরই’। এর তৎপর্য এটাই যে যেহেতু আল্লাহ তাআলা মহান ও সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী তাই যারা তাঁর এই আধিপত্যকে অঙ্গীকার করবে তারা অবশ্যই ব্যর্থ ও নিরাশ হয়ে যাবে। তারপর বলা হয়েছে, অঙ্গীকারকারীরা এই প্রতারণাপূর্ণ ধারণায় বিশ্বাসী যে ইসলামের বাণীকে অঙ্গীকারজনিত কোন শাস্তিতেই তারা পতিত হবে না। যেমন তারা বলে থাকে, ‘আমরা কখনই কিয়ামতের সম্মুখীন হব না’। তাদেরকে সতর্ক করে বলা হয়েছে, তাদের বর্তমান মান-সম্মান সব লুণ্ঠ হবে এবং তাদের শক্তি ও খর্ব হবে, যা বাস্তব ক্ষেত্রে হ্যরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর সত্যতার প্রমাণ হিসাবে প্রতিভাত হবে। তারপর সূরাটিতে হ্যরত দাউদ (আঃ) এর রাজত্বকালীন কিছু ঘটনার প্রতি আলোকপাত করা হয়েছে। তাঁরা উভয়েই নতুন রাজ্য জয় করে তাঁদের রাজ্য-সীমাকে অনেক দূর পর্যন্ত বাড়িয়েছিলেন এবং বিদ্রোহী অনেক গোত্রেকে বশীভূত করেছিলেন। বস্তুত তাঁদের সময়েই বনী ইসরাইলীরা তাদের শক্তি ও মর্যাদার সর্বোচ্চ স্তরে উন্নীত হয়েছিল। কিন্তু তাঁদের শক্তি ও প্রতিপত্তির গর্বে তারা ক্রমে ক্রমে খারাপ আচার-আচরণের দিকে ঝুঁকে পড়ে এবং পাপ-পক্ষিল জীবনযাপন করতে থাকে। বনী ইসরাইলের প্রসঙ্গ উল্লেখের পর সূরাটিতে সেবিয়ান জাতির উল্লেখ করা হয়েছে, যারা বনী ইসরাইলের মতোই কৃষ্ণ ও সভ্যতায় যথেষ্ট অগ্রগতি সাধন করেছিল। কিন্তু তারাও বনী ইসরাইলীদের মতো পাপাচারে লিঙ্গ হয়ে পড়ে এবং আল্লাহর আদেশ-নির্দেশ অমান্য করে, ফলে ঐশ্বী আয়াবে পতিত হয় এবং প্রবল বন্যার পানিতে তাদেরকে ধৰ্মস করা হয়। প্রথমত হ্যরত দাউদ (আঃ) ও সুলায়মান (আঃ) এর রাজত্বকালীন বনী ইসরাইলে অগ্রগতি এবং তারপরে সেবিয়ান জাতির ইহজাগতিক উন্নতির প্রসঙ্গ বর্ণনা এবং পরবর্তীতে উভয়ের ধৰ্মস্থাপ হ্বার ঘটনাকে পেশ করে সূরাটিতে আসলে মুসলমানদেরকে এই সতর্কবাণী শুনানো হয়েছে, মুসলমানদেরকেও ইহজাগতিক উন্নতির বিভিন্ন উপকরণ প্রদান করা হবে। কিন্তু তাঁদের এই উন্নতির শিখরে পদার্পণ করে তারা যদি বনী ইসরাইল ও সেবিয়ান জাতির মতো নিজেদেরকে আরাম-আয়েসের মধ্যে ডুবিয়ে দেয় তাহলে এই জাতি দুটির মতো তাঁদেরকেও ঐশ্বী শাস্তি ভোগ করতে হবে। অতঃপর সূরাটিতে এর মূল বক্তব্য উপস্থাপিত হয়ে অর্থাৎ কীভাবে ইসলামের বাণী দিন দিন প্রসার লাভ করবে আর মৃত্তি-উপাসকরা এবং তাঁদের মিথ্যা দেবতারা কীভাবে দুর্ভাগ্যজনক অবস্থার সম্মুখীন হবে তা বলা হয়েছে। অবিশ্বাসীদেরকে প্রতিদ্বন্দ্বিতার আহ্বান জানিয়ে বলা হয়েছে, তারা যেন তাঁদের দেব-দেবীর সাহায্যে ইসলামের ক্রমোন্নতিশীল ধারাকে প্রতিহত করে এবং তাঁদের নিজস্ব মিথ্যা ধ্যান-ধারণার মধ্যে যে ক্রমাবন্তি শুরু হয়েছে একে ঠেকিয়ে রাখে। অবশ্য তাঁদেরকে জানানো হয়েছে, পৃথিবীতে এমন কোন শক্তি নেই যা এই চলমান অবস্থার উদ্দিষ্ট লক্ষ্যকে বাধা দিতে সক্ষম। তারা যেন বস্তুনিষ্ঠ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে ঘটমান অবস্থার প্রকৃত স্বরূপ সম্পর্কে অবহিত হয়, অর্থাৎ তাঁদের পরাজয় এবং ইসলামের বিজয় সম্পর্কে ধারণা লাভ করে। তাঁদেরকে প্রকৃতির নিয়ম-কানুনের প্রতি অভিনিবেশ সহকারে লক্ষ্য করতে বলা হয়েছে, যার সবকিছুই ইসলামের অনুকূলে কাজ করে যাচ্ছে। অবিশ্বাসীদের এই প্রশ্ন যে, ‘কখন ইসলামের বিজয় সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতা সংঘটিত হবে?’ এর উত্তরে সূরাটিতে একটি সংস্কার করে দেয়া হয়েছে। নির্দর্শন হিসাবে উক্ত তারিখ শুরু হবে হ্যরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর মদীনায় হিজরত করার এক বছর পরে যখন মক্কার কুরায়শরা নবী করীম (সাঃ)কে নিজ মাতৃভূমি থেকে বহিক্ষার করার শাস্তি হিসাবে এ ঐশ্বী আয়াবের সম্মুখীন হবে। অতঃপর সূরাটিতে বলা হয়েছে, যখনই পৃথিবীতে কোন ঐশ্বী সংস্কারকের আবির্ভাব হয় তখন সমাজের সুবিধাবাদী শ্রেণী তাঁদের কায়েমী-স্বার্থ রক্ষার্থে ঐশ্বী আন্দোলনের বিরোধিতা করে থাকে। তারা এই ধারণার বশবর্তী হয় যে নতুন আন্দোলনের ফলে সমাজের দুর্বল শ্রেণীর ওপরে তাঁদের যে আধিপত্য রয়েছে এর ভিত্তি দুর্বল হয়ে যাবে। কেননা এসব লোক ঐশ্বী আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে তাঁদের শোষণ ও উৎপীড়নের শিকার থেকে মুক্ত হয়ে যাবে। তখন আর কিছুতেই তাঁদের ওপরে অত্যাচারের স্থিমরোলার চালানো যাবে না। কাজেই ঐশ্বী আন্দোলন

যাতে অঙ্গুরেই বিনষ্ট হয়ে যায়, সে জন্য এসব লোক চেষ্টার কোন ক্রটি করে না এবং যারা শোষিত ও নিপীড়িত শ্রেণী তাদেরকে ভয়-ভীতি প্রদর্শন করে তাদের দলে থাকতে বাধ্য করে, যাতে তাদের সাথে থেকে ঐশ্বী সংস্কারকের বিরোধিতা করা যায়। সূরাটির শেষের দিকে একটি সাধারণ মানদণ্ড তুলে ধরে বলা হয়েছে যে এর সাহায্যেই ফয়সালা করা যায় হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কোন প্রতারক বা উন্নাদ ব্যক্তি নন, বরং তিনি আল্লাহর একজন সত্য নবী। কেননা একজন প্রতারক কখনই তার ঈঙ্গিত লক্ষ্য অর্জনে সাফল্য লাভ করে না, বরং পরিণামে তার আন্দোলন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। অথচ হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ধর্মীয় আন্দোলন দিন দিনই সাফল্যের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। অন্যদিকে একজন উন্নাদ লোকের পক্ষে এটা কখনো সম্ভবপর নয়, সে একটি জাতির সামগ্রিক জীবনে কোন বাস্তুত পরিবর্তন সাধন করবে, যেরূপ বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন নবী করীম (সাঃ) তাঁর জাতির জীবনে সম্পন্ন করেছিলেন।

সূরা সাবা-৩৪

মঙ্গল সূরা, বিসমিল্লাহসহ ৫৫ আয়াত এবং ৬ রুক্ত

১। ﴿আল্লাহর নামে, যিনি পরম করণাময়, অ্যাচিত-অসীম দানকারী (ও) বার বার কৃপাকারী।

২। সব প্রশংসা আল্লাহরই। আকাশসমূহে যা-ই আছে এবং পৃথিবীতে^{৩৭৫} যা-ই আছে সব তাঁরই এবং পরকালেও সব প্রশংসা তাঁরই^{৩৭৬}। আর তিনি পরম প্রজ্ঞাবান (ও) ভালোভাবেই অবহিত।

৩। ﴿যা-ই ভূগর্ভে প্রবেশ করে এবং যা-ই তা থেকে বের হয় এবং যা-ই আকাশ থেকে অবর্তীণ হয় এবং যা-ই এতে উঠে যায় সবই তিনি জানেন। আর তিনি বার বার কৃপাকারী (ও) অতি ক্ষমাশীল।

৪। আর যারা অস্বীকার করেছে তারা বলে, ‘আমাদের ওপর প্রতিশ্রূত মুহূর্ত আসবে না।’ তুমি বল, ‘কেন নয়? অদৃশ্য সম্পর্কে জ্ঞাত আমার প্রভু-প্রতিপালকের কসম, তা অবশ্যই তোমাদের ওপর (নেমে) আসবে।’ ﴿আকাশসমূহে ও পৃথিবীতে অগু পরিমাণ কোন কিছুই অথবা তা থেকে ছেট বা তা থেকে বড় কোন বস্তুই তাঁর কাছে গোপন থাকে না। বরং (এসব) এক সুস্পষ্ট কিতাবে (সংরক্ষিত) রয়েছে^{৩৭৭}।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ①

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَ
مَا فِي الْأَرْضِ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ
وَهُوَ الْحَكِيمُ الْغَيْرُ ②

يَعْلَمُ مَا يَلْجُجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَعْرُجُ
مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا
يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ ③

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا
السَّاعَةُ قُلْ بَلِّي وَرَأَيْتِ لَنْ تَأْتِيَنَاكُمْ
عِلْمَ الْغَيْبِ لَا يَعْرُجُ عَنْهُ إِنْتَ
ذَرَّةٌ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا
أَصْغَرُ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ
مُّبِينٍ ④

দেখুন : ক. ১৪১, খ. ৫৭৪৫ গ. ১০৯৬২।

২৩৭৫। কুরআনের পাঁচটি সূরা যথা ১ম, ষষ্ঠি, ১৮তম, ৩৫তম ও বর্তমান আলোচ্য সূরা, ‘সব প্রশংসা আল্লাহরই’ বাক্য দ্বারা সূচিত হয়েছে। এই সূরাগুলোর প্রত্যেকটি প্রত্যক্ষভাবে কিংবা আকার-ইঙ্গিতে, আল্লাহর প্রভুত্ব, সর্বশক্তিমানতা ও মাহাত্ম্য নিয়ে আলোচনা করেছে।

২৩৭৬। ‘পরকালেও সব প্রশংসা তাঁরই’ বাক্যটি দ্বারা ইসলাম এর সাময়িক পতনের পরে পুনরায় যখন বিজয় মাল্যে ভূষিত হবে সেই সময়ের কথা এখানে বলা হয়েছে। সূরা ‘সাজদাহ’র আয়াতের বিষয়বস্তুর প্রতি এখানে ইঙ্গিত করা হয়েছে। এর তৎপর্য, কোন নির্দিষ্ট যুগে কী ধরনের শিক্ষা প্রয়োজন তা একমাত্র আল্লাহই জ্ঞাত আছেন। তেমনিভাবে তাঁর প্রেরিত শিক্ষা মানুষের হাতে পড়ে গুণিতাঙ্গ ও বিকৃত হয়ে গেলে তা কখন আকাশে উঠিয়ে নেয়া প্রয়োজন তাও তিনি ভালভাবে জানেন। যেরপ্রভাবে পৃথিবীর দূষিত পানিকে বাস্পের আকারে আকাশে উত্তোলন করে পরিশ্রূত করে পুনরায় বৃষ্টির আকারে তিনি তা আবার পৃথিবীতে পাঠিয়ে দেন, শিক্ষার ব্যাপারেও তিনি অদ্বিতীয় করে থাকেন। ‘যা-ই ভূগর্ভে প্রবেশ করে এবং যা-ই তা থেকে বের হয়’ এই বাক্যাংশের তৎপর্য এক্ষেত্রে হতে পারে— মানুষ যা বপন করে তা-ই ফসল হিসাবে কাটে। ভাল কাজ ভাল ফলোৎপাদন করে, আর মন্দ কাজ মন্দ পরিণামের দিকে নিয়ে যায়। এই আয়াতের আরো একটি তৎপর্য হতে পারে— আল্লাহ বিশেষ বিশেষ ও সাধারণ ঘটনাবলীর প্রত্যেকটি সম্বন্ধে জ্ঞাত, কোন জাতির কখন উত্থান হবে আর কখন পতন ঘটবে এ সবকিছুই তাঁর জানা আছে।

২৩৭৭। পূর্ববর্তী আয়াতের বিষয়টি এই আয়াতে আরো উন্নত ও বিস্তৃত আকারে ব্যক্ত করা হয়েছে। বিষয়টি হলো ভালই হোক আর মন্দই হোক, কোন কাজই ফলহীন হয় না। তাই অবিশ্বাসীদেরকে সাবধান করা হয়েছে, ইসলামের প্রতি তাদের বিরোধিতা এবং মুসলমানদের প্রতি তাদের অত্যাচারের শাস্তি তাদেরকে ভুগতেই হবে।

৫। (প্রতিশ্রুত মুহূর্ত এজন্য আসবে) *যেন তিনি তাদের প্রতিদান দেন যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে। এদেরই জন্য রয়েছে ক্ষমা এবং সমানজনক রিয়্ক।'

৬। *আর যারা আমাদের নির্দেশনাবলীর ব্যাপারে (আমাদের) ব্যর্থ করার চেষ্টায় ছুটে বেড়াচ্ছে এদেরই জন্য এক নিকৃষ্ট ধরনের যন্ত্রণাদায়ক আযাব (নির্ধারিত) রয়েছে।

৭। *আর যাদের জ্ঞান দান করা হয়েছে তারা দেখতে পাবে তোমার প্রভু-প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তোমার প্রতি যা অবর্তীণ করা হয়েছে তা-ই সত্য এবং তা মহাপরাক্রমশালী (ও) পরম প্রশংসাভাজন (আল্লাহর) পথের দিকে পরিচালিত করে।

৮। আর যারা অস্বীকার করেছে তারা বলে, 'আমরা কি তোমাদের এমন ব্যক্তি সম্পর্কে জানাব, যে তোমাদের এ সংবাদ দেয়, তোমাদের যখন সম্পূর্ণরূপে চূর্ণবিচূর্ণ করে দেয়া হবে তখন নিশ্চয় তোমরা এক নতুন সৃষ্টির ধারায় (প্রবেশ) করবে?'

৯। সে কি আল্লাহর নামে মিথ্যা বানিয়ে বলছে না কি তাকে পাগলামীতে পেয়ে বসেছে? না, *আসলে যারা পরকালে ঈমান আনে না তারা আযাবে ও ঘোর বিপথগামিতায় পড়ে রয়েছে।

★ ১০। আকাশ ও পৃথিবীর (ঘটমান নির্দেশনাবলীর) যা তাদের সামনে রয়েছে এবং যা তাদের পূর্বে ঘটে গেছে তারা কি তা দেখে না? *আমরা চাইলে মাটিতে তাদের গেড়ে দিতে পারতাম অথবা আকাশ থেকে কিছু টুকরা তাদের ওপর ফেলে দিতে^{১০৭৮} পারতাম। নিশ্চয় এতে প্রত্যেক অনুতঙ্গ বান্দার জন্য
[১০] ৭ নির্দেশন রয়েছে।

لِيَجِزِيَ الَّذِينَ أَمْنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَاتِ إِوْلَئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرَزْقٌ كَرِيمٌ①

وَالَّذِينَ سَعَوْ فِي أَيْتَنَا مُعْجِزِينَ إِوْلَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مِنْ إِجْزَاءِ اللَّهِ ②

وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقُّ وَيَهْدِي إِلَى صَرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ③

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ نَدْلُكُمْ عَلَ رَجُلٍ يُنَيِّثُكُمْ لَذَا مُرِّقْتُمْ كُلَّ مُمَرِّقٍ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ ④

أَفَتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا آمِّ بِهِ حَتَّىٰ بَلِ الَّذِينَ كَيْوُمُونَ بِالْآخِرَةِ فِي الْعَدَابِ وَالضَّلِيلُ الْبَعِيرُ ⑤

أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفُهُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ شَা تَغْسِيفٌ بِهِمُ الْأَرْضُ أَوْ نُشْقَطُ عَلَيْهِمْ رَكْسَفًا مِنَ السَّمَاءِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَةً رَجُلٌ عَمِّدٌ مُنِيبٌ ⑥

★ ১১। আৱ নিশ্চয় আমৱা আমাদেৱ পক্ষ থেকে দাউদকে অনুগ্রহে ভূষিত কৱেছিলাম (এবং বলেছিলাম), ‘হে পাহাড়পৰ্বত! ২৩৭৮-ক পূৰ্ণ আত্মসমৰ্পণ কৱে তাৱ সাথে ২৩৭৮-খ (আল্লাহৰ) দিকে বিনত হও এবং হে পাখীৱা! তোমৱাও (বিনত হও)।’ আৱ আমৱা তাৱ জন্য লোহা নৱম কৱে দিয়েছিলাম ২৩৭৯।

১২। (আৱ দাউদকে বলেছিলাম,) ‘তুমি এমন বৰ্ম বানাও যা দেহকে পুৱোপুৱি ঢেকে দেয়★ এবং (এৱ) আংটাগুলো ছোট রাখ। আৱ তোমৱা সবাই সৎকাজ কৱ। তোমৱা যা কৱছ নিশ্চয় আমি তা গভীৱ দৃষ্টিতে দেখে থাকি।’

১৩। *আৱ আমৱা বায়ুকে সুলায়মানেৱ (সেবায় নিয়োজিত কৱেছিলাম)। এৱ সকালেৱ গতি এক মাসেৱ (সফরেৱ) সমান হতো এবং সন্ধ্যাৱ গতিও এক মাসেৱ (সফরেৱ) সমান হতো। আৱ আমৱা তাৱ জন্য গলিত তামাৱ বৰণা প্ৰবাহিত কৱেছিলাম। আৱ জিনদেৱ (অৰ্থাৎ কঠোৱ পৰিশ্ৰমী পাহাড়ী জাতিদেৱ) মাৰ্ব থেকে এক দলকে (সেবায় নিয়োজিত কৱেছিলাম), যাৱা তাৱ প্ৰভু-প্ৰতিপালকেৱ আদেশে তাৱ জন্য পৰিশ্ৰমেৱ কাজ কৱতো ২৩৮০। এদেৱ মাৰ্বে যে-ই আমাদেৱ আদেশ থেকে মুখ ফিৱিয়ে নিবে আমৱা তাকে প্ৰজ্ঞলিত আগুনেৱ আঘাবেৱ স্বাদ ভোগ কৱাবো।

১৪। সে (অৰ্থাৎ সুলায়মান) যা চাইতো তাৱা তাৱ জন্য সেটাই নিৰ্মাণ কৱতো (অৰ্থাৎ) বড় বড় দুৰ্গ, প্ৰতিমূৰ্তি, পুৰুৱেৱ ন্যায় বড় বড় গামলা^{১৮৮১} এবং একই স্থানে পড়ে থাকে (এমন ভাৱী) ডেগ। *হে দাউদেৱ বৎশধৰ! ‘আল্লাহৰ প্ৰতি) কৃতজ্ঞ হয়ে (কৃতজ্ঞতাৱ মান উপযোগী) কাজ কৱ।’ কিন্তু আমাৱ বান্দাদেৱ মাৰ্বে অল্পই আছে যাৱা (সত্যিকাৱ অৰ্থে) কৃতজ্ঞ।★

দেখুনঃ ক. ২১৮০; ৩৮৪১৯-২০ খ. ২১৮২; ৩৮৪৩৭ গ. ২১৮১।

২৩৭৮-ক। এখানে ‘পাহাড়-পৰ্বত’ বলতে পাৰ্বত্য অঞ্চলে বসবাসকাৰী গোত্রগুলোকে বুঝিয়েছে। একৱপ প্ৰকাশভঙ্গিৱ জন্য ১২৪৩ দেখুন।

২৩৭৮-খ। ১৯০৭ টীকা দেখুন।

২৩৭৯। ‘আৱ আমৱা তাৱ জন্য লোহা নৱম কৱে দিয়েছিলাম’—বাক্যটি দ্বাৱা এ কথাই প্ৰকাশ কৱা হয়েছে যে লোহা গলিয়ে যুদ্ধান্ত তৈৱি কৱাৰ শিল্প হয়েৱত দাউদ (আং) এৱ সময় যথেষ্ট উন্নতি লাভ কৱেছিল। বৰ্ম বানাতে তিনি তা মুক্তভাৱে ব্যবহাৱ কৱতেন, একথা পৱৰত্তী আয়াত থেকে বুৰা যায়।

★ [লোহার আংটা দিয়ে তৈৱি বৰ্মেৱ প্ৰচলন হয়েৱত দাউদ (আং) এৱ সময় থেকে হয়েছিল। হয়েৱত দাউদ (আং)কে এ আদেশ দেয়া হয়েছিল, তিনি মেন বৰ্মেৱ আংটাগুলো ছোট রাখেন। তাৱ (আং) সময়েৱ পূৰ্বেও যদি বৰ্ম বানানো হয়েও থাকে তবুও ছোট আংটাৱ বৰ্মেৱ প্ৰচলন তাৱ যুগ থেকে শুৱ হয়েছিল। (হয়েৱত খলীফাতুল মসীহ রাবে’ (রাহে): কৰ্ত্তক উদ্দৰ্তে অনুদিত কুৱান কৱামে প্ৰদত্ত টীকা দ্ৰষ্টব্য)] ২৩৮০। হয়েৱত সুলায়মানেৱ রাজ্য একদিকে উত্তৱে সিৱিয়া থেকে ভূম্যসাগৱেৱ পূৰ্ব-উপকূল বইয়ে একেবাৱে লোহিত সাগৱ পৰ্যন্ত এবং অপৱন্দিকে আৱৰ সাগৱ থেকে পাৰস্য-উপসাগৱ পৰ্যন্ত এলাকা জুড়ে বিস্তৃত ছিল। বিস্তৃত ইসৱাস্টলী সাম্রাজ্য হয়েৱত সুলায়মানেৱ সময়ে সম্পদে- শক্তিতে, ধনে-জনে ও মানে-মৰ্যাদায় চৱম উন্নতি লাভ কৱেছিল। এই আয়াতে ব্যবহাৱত ‘গ্ৰীহ’ শব্দটিৱ অৰ্থ হলো ক্ষমতা ও বিজয় (লেইন)। এই আয়াত দ্বাৱা এও বুৰা যায় যে হয়েৱত সুলায়মানেৱ বিৱাট সুমদুগামী বাণিজ্য বহুৱ ছিল (১ রাজাবলি-৯ঃ ২৬-২৮ এবং যিউ এনসাই ১১শ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪৩৭); শিল্প ও কাৱিগৱি বিদ্যা তাৱ আনুকূল্যে অনেক প্ৰসাৱ লাভ কৱেছিল। তিনি জংলী বিদ্রোহী পাৰ্বত্য জাতিগুলোকে সম্পূৰ্ণ পৱাৰ্তুত কৱে তাৱেৱকে রাজ্যেৱ অনেক কাজ কৰ্ম নিয়োজিত কৱেছিলেন (২ বৎশাবলী-৪১-২ এবং ২৪১৮)।

২৩৮১ টীকা এবং ★ চিহ্নিত টীকাটি পৱৰত্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

وَلَقَدْ أَتَيْنَاكَ دَاءً مِنْ فَضْلِنَا يُجْبِكُ
أَذْيَنِ مَعَهُ وَالْطَّيْرَ جَوَّالَكَ لَهُ
الْحَمْيَةُ^{১১}

أَنِ اعْمَلْ سَيْفَتِ وَقَدْرَ في السَّرْدِ
اعْمَلُوا صَالِحًا رَانِي بِمَا تَعْمَلُونَ
بِصَيْرَ^{১২}

وَلِسْلَيْمَنَ الرِّيحَ عُذْهَا شَهْرَهُ
رَوَاحْهَا شَهْرَهُ وَأَسْلَنَا لَهُ عَيْنَ
الْقِطْرِهِ وَمَنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلْ بَيْنَ
يَدَيْهِ يَادِنْ رَبِّهِ وَمَنْ بَزِغَ
مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذْقَهُ مَنْ
عَذَابَ السَّعِيرِ^{১৩}

يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِيبَ وَ
ثَمَاثِيلَ وَجِفَانِ كَالْجَوَابِ وَقُدُورِ
رَسِيلَتِ وَإِغْمَلُوا أَلَّا وَلَّا شُكْرَاءَ
وَقَلِيلُ قَنْ عَبَادِي الشَّكُورِ^{১৪}

★ ১৫। অতএব আমরা যখন তার (অর্থাৎ সুলায়মানের) জন্য মৃত্যুর আদেশ জারী করলাম তখন তার মৃত্যু সম্পর্কে মাটির একটি কীট^{১৩৮২} (অর্থাৎ তার অযোগ্য পুত্র) যে তার (রাজ) দণ্ডটি খেয়ে ফেলছিল সে ছাড়া অন্য কেউ তাদের (অর্থাৎ পাহাড়ী জাতিগুলোকে) খবর দেয়নি। এরপর যখন এ (সাহাজের) পতন হলো তখন জিনদের (অর্থাৎ পাহাড়ী জাতিগুলোর) কাছে এটা সুস্পষ্ট হয়ে গেল, তাদের যদি অদ্যশ্যের জ্ঞান থাকতো তাহলে তারা লাঞ্ছনিজনক আয়াবে পড়ে থাকতো না^{১৩৮৩}।★★

১৬। 'সাবা' (জাতির) জন্য তাদের নিজ আবাসভূমিতে নিশ্চয় এক বড় নির্দশন ছিল^{১৩৮৩-ক}। (এর) ডানে ও বামে দুটি বাগান ছিল। (হে সাবা জাতি!) 'তোমরা তোমাদের প্রভু-প্রতিপালকের (দেয়া) রিয়্ক থেকে খাও এবং তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।' (সাবার কেন্দ্র) একটি উত্তম শহর ছিল। আর (এ শহরের) একজন ক্ষমাশীল প্রভু-প্রতিপালক ছিলেন।

★ ১৭। কিন্তু তারা মুখ ফিরিয়ে রাখলো। তখন আমরা তাদের ওপর এক ভাঙাবাঁধ (থেকে এক) প্রচন্ড^{১৩৮৪} প্লাবন পাঠালাম। তাদের বাগানগুলোর পরিবর্তে আমরা তাদের এমন দুটি বাগান দিলাম যেগুলোতে তিতা ফল এবং ঝাউ ও কিছু কুল গাছ ছিল।

২৩৮১। একজন সম্পদশালী, শক্তিধর, সুসভ্য, রাজ্যাধিপতি হওয়া ছাড়াও হয়রত সুলায়মান ছিলেন ইসরাইলী শাসকদের মধ্যে একজন অনুপম নির্মাণবিদ। নির্মাণশাল্লে তাঁর অসাধারণ বৃৎপত্তি ছিল। তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় নির্মাণশিল্প খুব উন্নতি সাধন করেছিল। জেরজালেমের উপসনালায়টি স্থাপত্যক্ষেত্রে তাঁর অত্যুচ্চ রূচিবোধের পরিচয় বহন করে।

★ [১৩-১৪ আয়াতে হয়রত সুলায়মান (আ:)-এর বায়ুকে অধীনস্থ করার যে উল্লেখ রয়েছে এর অর্থ এই নয়, তিনি কোন উড়ন্ত খাট আবিষ্কার করেছিলেন যেভাবে কোন কোন তফসীরকার এ গল্প বানিয়ে থাকেন। বরং এখানে সমুদ্রতীর বরাবর বয়ে যাওয়া তীব্র বায়ুকে বুরানো হয়েছে। এ বায়ু এক মাস পর গতি পরিবর্তন করতো এবং এ বায়ুর সাহায্যে সমুদ্রগামী জাহাজের তীব্র বেগে চলা আবার ফিরে আসার কথাই এ আয়াতে বুরানো হয়েছে।

হয়রত দাউদ (আ:)কে লোহার ব্যবহার ও এর প্রযুক্তি সম্পর্কে ক্ষমতা দেয়া হয়েছিল। অন্য দিকে হয়রত সুলায়মান (আ:)কে এক উন্নতমানের ধাতব পদার্থের অর্থাৎ খনি থেকে তামার উভেদন এবং বিভিন্নভাবে এর ব্যবহারের কৌশল শিখানো হয়েছিল। এখানে যে জিন এর উল্লেখ করা হয়েছে এর পূর্বে হয়রত দাউদ (আ:) এর বেলায়ও এর উল্লেখ করা হয়েছে। এর দ্বারা কঠোর পরিশ্রমী পাহাড়ী জাতিগুলোকে বুরানো হয়েছে। এ আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে, এরা পরিশ্রমের এত ভারী কাজ সম্পাদন করতো, যা সাধারণ সভ্য জাতিগুলোর পক্ষে সম্ভব হতো না। এর বিস্তারিত বর্ণনায় প্রথমে বড় বড় দূর্গের কথা বলা হয়েছে। এরপর প্রতিমৃতি এবং পুরুরের মত বড় বড় গামলা এবং বড় বড় ভারী ভারী ডেগের কথা বলা হয়েছে। এগুলো এক স্থানেই বসানো থাকতো। এগুলো এক স্থান থেকে অন্য স্থানে সরিয়ে নেয়ার শক্তি কারো ছিল না। এসব ডেগে সম্ভবত তাঁর (আ:) বিরাট সেনাবাহিনীর জন্য খাবার তৈরী করা হতো।

এসব অনুগ্রহের উল্লেখের পর কেবল হয়রত দাউদ (আ:)কেই নয়, বরং তাঁর বংশধরকেও কৃতজ্ঞ হওয়ার তাগিদ দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ যতদিন তোমার কৃতজ্ঞ থাকবে ততদিন এসব অনুগ্রহ ছিনিয়ে নেয়া হবে না।

এরপর হয়রত সুলায়মান (আ:) এর পুত্রের আমলে এসব অনুগ্রহ হাতছাড়া হতে লাগলো। কেননা তার মাঝে কোন আধ্যাত্মিকতা এবং শাসন করার কোন যোগ্যতাও ছিল না। (হয়রত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (রাহে:)-এর কর্তৃক উদ্দৃতে অনুদিত কুরআন করীমে প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)

২৩৮২। হয়রত সুলায়মানের পুত্র ও উত্তরাধিকারী রহবিয়াম, যার দুর্বল ও অযোগ্য শাসনের ফলে হয়রত সুলায়মানের এত বড় ও এত শক্তিশালী রাজা টুকরা টুকরা হয়েছিল (১ রাজাবগী-১২-১৪, এবং এনসাই, 'রহবিয়াম' বিষয়)।

২৩৮৩। হয়রত সুলায়মানের রাজ্য রহবিয়ামের সময়ে ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে গেল।

★★[‘দাবাহ’] শব্দটি সব ধরনের জীবের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। অতএব অনুবাদে 'মাটির কীট' শব্দটি আক্ষরিকভাবে নয় বরং রূপকভাবে গ্রহণ করতে হবে। এটি সুলায়মান (আ:) এর পুত্রের প্রতি ইঙ্গিত করে। সে তার প্রথ্যাত পিতা সুলায়মান (আ:) এর কোন আধ্যাত্মিক গুণ বা রাষ্ট্র পরিচালনার কোন কলাকৌশল সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করেনি। তার শাসনকালে সুলায়মান (আ:) এর কাছে তাঁর পরাভূত ও তাঁর অধীনস্থ শক্তিশালী গোষ্ঠী অর্থাৎ জিনদের কাছে এটা পর্যায়ক্রমে পরিষ্কার হয়ে গেল, সুলায়মান (আ:) এখন কার্যত মৃত। তারা সফলতার

★★চিহ্নিত টীকার অবশিষ্টাংশ এবং ২৩৮৩-ক ও ২৩৮৪ টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ
عَلَىٰ مَوْتِهِ إِلَّا دَأْبَةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ
مِنْسَاتَهُ جَفَّلَمَا حَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ
آنَ لَوْ كَانُوا يَخْلُمُونَ الْغَيْبَ مَا
لَيَثْنُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ^{১৩}

لَقَدْ كَانَ لِسَبَلًا فِي مَشْكِنِهِمْ أَيْئَهُ
جَنَّتِينَ عَنْ يَمِينِهِ وَشَمَائِلِهِ كُلُّهُ مِنْ
رِزْقِ رَبِّكُمْ وَإِشْكُرُوا لَهُ بَلْدَةٌ
طَيِّبَةٌ وَرَبَّ غَفُورٌ^{১৪}

فَأَغْرَضُوا فَأَزْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ
الْعَرْمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتِيهِمْ جَنَّتِينِ
ذَوَاتِي أَكْلِ خَمْطٍ وَآشِلٍ وَشَيْءٍ مِنْ
سِذْرٍ قَلِيلٍ^{১৫}

১৮। আমরা তাদের অকৃতজ্ঞতার দরশন তাদের এ প্রতিফল দিয়েছিলাম। আর আমরা কেবল চরম অকৃতজ্ঞদেরই এরূপ প্রতিফল দিয়ে থাকি।

১৯। আর আমরা তাদের ও আমাদের দ্বারা বরকতমন্তিত জনপদগুলোর মাঝে আরো উল্লেখযোগ্য জনপদ বানিয়েছিলাম। আর আমরা এগুলোর মাঝে^{১৩৮৫} (সহজে) চলাফেরা করা সম্ভবপর করে দিয়েছিলাম। (এর উদ্দেশ্য ছিল যেন) তোমরা রাতে ও দিনে এতে নিরাপদে চলাফেরা কর।

২০। এরপর (তারা যখন অকৃতজ্ঞ হয়ে গেল তখন) তারা বললো, ‘হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! তুমি আমাদের সফরের দ্রুত্ব বাড়িয়ে দাও।’ আর তারা নিজেরাই নিজেদের প্রতি যুলুম করলো। সুতরাং আমরা তাদের কিছাকাহিনীতে পরিণত করে দিলাম এবং তাদের চৃণবিচৃণ করে দিলাম^{১৩৮৬}। নিশ্চয় এতে প্রত্যেক এমন ব্যক্তির জন্য নির্দর্শনাবলী রয়েছে, যে অত্যন্ত ধৈর্যশীল (ও) পরম কৃতজ্ঞ।

২১। আর তাদের ক্ষেত্রে নিশ্চয় ইবলীস তার ধারণা সত্য প্রমাণিত করলো^{১৩৮৭}। সুতরাং ^{ক্ষম} মিনদের একটি দল ছাড়া তারা (অর্থাৎ কাফিররা) তার অনুসরণ করলো।

দেখুন : ক. ১৫৪৪৩; ১৬৪১০০।

সাথে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলো এবং বিশাল সম্রাজ্য টুকরো টুকরো করে দিল। (মাওলানা শের আলী সাহেবের ইংরেজীতে অনুবাদকৃত কুরআন করীমের পরিশিষ্টে হ্যরত খলীফাতুল মসীহ রাবে’ (রাহে:) কর্তৃক প্রদত্ত টাকা দ্রষ্টব্য)]

২৩৮৩-ক। ২৭৪২৩ আয়াতে উল্লেখিত হয়েছে যে সানা থেকে প্রায় তিন দিনের পথ দূরে ইয়েমেনের একটি শহর ছিল সাবা। সানাকে মাআরিবও বলা হতো। পুরনো বিধানে এবং গ্রীক, রোমান ও আরবী সাহিত্যে, বিশেষভাবে দক্ষিণ আরবের খোদিত লিপিগুলোতে এ শহরের নামটির উল্লেখ প্রায়শ দৃষ্ট হয়েছে। সাবার অধিবাসীদেরকে আল্লাহ্ তাআলা বহু বহু আশীর্বাদে ভূষিত করেছিলেন। সুখ-স্বচ্ছন্দে তাদের জীবন পূর্ণ ছিল। তারা উন্নত ও সভ্য ছিল। সেচ ব্যবস্থা ও বাঁধ নির্মাণ দ্বারা নদ-নদীর সম্ব্যবহার করে সারা দেশকে তারা বাগানে পরিণত করেছিল। কৃষি কাজের সুবিধার জন্য এই খাল ও বাঁধের মধ্যে ‘মাআরিবের বাঁধ’ অত্যন্ত প্রসিদ্ধ ছিল (এনসাই অব ইসলাম, ৪৪ খণ্ড, পৃঃ ১৬)। ফারওয়াহ বিন মালিকের বর্ণিত একটি হাদীসের উল্লেখ করে তিরিয়ি বলেছেন, হ্যরত নবী করীম (সা:)কে জিজ্ঞাসা করা হলো, সাবা কোন দেশের বা কোন মেয়েলোকের নাম কিনা। মহানবী (সা:) বলেন, এটা কোন দেশেরও নাম নয় বা কোন স্ত্রীলোকের নামও নয়। এটা ইয়েমেনের একজন লোকের নাম যার দশজন পুত্র ছিল। ছয়জন পুত্র ইয়েমেনেই থেকে গেল আর চারজন সিরিয়াতে গিয়ে সেখানেই স্থায়ীভাবে রয়ে গেল (তাজ)।

২৩৮৪। ‘আরিম’ অর্থ উপত্যকায় স্নাতধারার ওপর নির্মিত বাঁধ, একটি বহমান জলস্তোত যার গতি রোধ করা হয় না, ভয়াবহ প্লাবন সৃষ্টিকারী বৃষ্টি (লেইন)। প্রবল বন্যা এসে মাআরিবের বাঁধকে ভাসিয়ে নিল। বহুদূর ব্যাপী চতুর্দিকের সব কিছু বন্যার তোড়ে ধ্বংস হয়ে গেল। অর্থ সাবাবাসীদের উন্নতির মূলে ছিল এই বাঁধই। সুন্দর সুন্দর কুঞ্জবন, মনোরম বাগান, মনমাতানো স্নোতস্নীনী ও মহান শিল্পকর্মগুলো পরিত্যক্ত আবর্জনার স্তুপে পরিণত হলো। এই বাঁধটি ছিল দুমাইল দীর্ঘ এবং এক শত বিশ ফুট উঁচু। প্রথম বা দ্বিতীয় খৃষ্টীয় শতাব্দীতে এই ধ্বংস লীলা সংঘটিত হয়েছিল (পামার)।

২৩৮৫। ‘বরকতমন্তিত জনপদগুলো’ বলতে জেরুয়ালেমের শহরগুলোকে বুঝিয়েছে। হ্যরত সুলায়মানের শাসনকার্যের কেন্দ্রস্থল ছিল এই শহর-গুচ্ছ। এগুলোর সাথে সাবাবাসীদের অর্থনৈতিক লেনদেন ও লাভজনক ব্যবসায়-বাণিজ্য চলতো। ‘আরো উল্লেখযোগ্য জনপদ বানিয়েছিলাম’ বলতে বুঝা যায়, শহরগুলো এমন কাছাকাছি ছিল যে একটি থেকে অপরটি দৃষ্টিগোচর হতো। এই বাক্যাংশের মর্মার্থ ‘বড় বড়, সুপ্রসিদ্ধ শহরাদি’ও হতে পারে, যেগুলো ইয়েমেন থেকে সিরিয়া ও জেরুয়ালেম পর্যন্ত বিস্তৃত সুদীর্ঘ পথের মধ্যে অবস্থিত ছিল। এই পথে যাতায়াত ও চলাফেরা ছিল নিয়ন্ত্রিতিক ও নিরাপদ। মূর্হর এর মতে ইয়েমেন থেকে সিরিয়া পর্যন্ত যাত্রাপথে হায়রামাউত থেকে আইলা নামক স্থান পর্যন্ত ৭০টি সুন্দর ও উপযুক্ত থামবার স্থান ছিল। এই সুদীর্ঘ সড়ক পথটি ছিল দুপাশে বৃক্ষ-রাজি দ্বারা সুশোভিত ও ছায়া-মেরা নিরবচ্ছিন্ন চলার নিরাপদ রাস্তা।

২৩৮৬ ও ২৩৮৭ টাকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

ذلِكَ جَزَيْنَهُمْ بِمَا كَفَرُوا وَ هَلْ
نُجِزِيَّ رَأْلًا الْكُفُورَ^{১৪}

وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَ بَيْنَ الْقُرَى الَّتِي
بَرَكْنَا فِيهَا قُرَى ظَاهِرَةً وَ قَدَّرَنَا
فِيهَا السَّيِّرَ ، سِيرُوا فِيهَا لَيَابَانَ وَ
آيَةً مَا أَمْنَيْنَا^{১৫}

فَقَالُوا رَبَّنَا بَعْدَ بَيْنَ آسْفَارِنَا وَ
ظَلَمْنَا أَنفُسَهُمْ فَجَعَلْنَهُمْ أَحَادِيثَ
وَمَرَّقْنَهُمْ كُلَّ مُمَرَّقٍ ، إِنَّ فِي ذَلِكَ
لَا يَتِي لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ^{১৬}

وَلَقَدْ صَدَقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَئِفَةً
فَاتَّبَعُوهُ لَا فِرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

২২। *আৱ তাদেৱ ওপৰ তাৱ (অৰ্থাৎ শয়তানেৱ) কোন
আধিপত্য ছিল না^{১২]}। কিন্তু পৰকালে ঈমান
আনয়নকাৰীদেৱকে এতে (অৰ্থাৎ পৰকালে) সন্দেহ
পোষণকাৰীদেৱ থেকে আমৱা স্বতন্ত্ৰ কৱে দিতে চেয়েছিলাম।
৮ আৱ তোমাৰ প্ৰভু-প্ৰতিপালক সব কিছুৱ তত্ত্ববধায়ক।

২৩। তুমি বল, 'আল্লাহ ছাড়া যাদেৱ তোমৱা (একটা কিছু
বলে) মনে কৱে বসেছ তোমৱা তাদেৱ ডাক। তাৱাতো
আকাশসমূহে ও পৃথিবীতে এক অণুৱ সমানও কোন কিছুৱ
মালিক নয়। আৱ এ দুটোতে তাদেৱ কোন অংশও নেই এবং
তাদেৱ কেউই তাৰ সাহায্যকাৰী নয়^{১৩]}।

২৪। *আৱ তাৰ কাছে (কাৱো) সুপাৰিশ কাৱো পক্ষে কাজে
আসবে না^{১৪]}-ক। কেবল তাৰ (সুপাৰিশ কাজে আসবে) যাৱ
পক্ষে তিনি এৱ অনুমতি দিয়েছেন। অবশেষে তাদেৱ হৃদয়^{১৫]}
থেকে যখন ভয় দূৰ কৱে দেয়া হবে তখন তাৱ^{১৬]} (তাদেৱ
সুপাৰিশকাৰীদেৱ) জিজেস কৱবে, 'তোমাদেৱ প্ৰভু-
প্ৰতিপালক তোমাদেৱ (এখন) কী বললেন?' তাৱ^{১৭]} বলবে,
'সত্য' (বলেছেন)। আৱ তিনি উচ্চ মৰ্যাদাশালী (ও) অতি
মহান।

২৫। তুমি (কাফিৰদেৱ) জিজেস কৱ, *'আকাশসমূহ ও
পৃথিবী থেকে কে তোমাদেৱ রিয়্ক দাও কৱেন?' তুমি (নিজেই)
বলে দাও, 'আল্লাহ'। আৱ (একথা ও বলে দাও), হয় আমৱা
না হয় তোমৱা হেদায়াতে প্ৰতিষ্ঠিত অথবা সুস্পষ্ট
বিপথগামিতায় নিপতিত^{১৮]}।

দেখুন : ক. ৩৪:১২২ খ. ২৪:৫৬; ২০১১০; ৭৪:৩৯ গ. ১০৪:৩২; ২৭:৬৫; ৩৫:৪।

২৩৮৬। সাৰাবাসীদেৱ মুখেৱ এ কথাগুলো ঐশী আদেশাবলীৱ প্ৰতি তাদেৱ উদাসীনতা ও অবাধ্যতাকে চিৰিত কৱেছে। কৃতজ্ঞতাকে
ছেড়ে কৃতমূলক পথে অঘসৱ হওয়াৱ কাৱেগে তাদেৱ দুর্দিন ও দুর্দশা ঘনিয়ে এল। সম্পদ আহৱণেৱ ও অহোৱাৰ চলাব এই দীৰ্ঘ পথ
পৱিত্যক্ত ও জনহীন হয়ে গেল। 'আমাদেৱ সফৱেৱ দূৰত্ব বাড়িয়ে দাও' এই বাক্যটিৱ তাৎপৰ্য হলো, পথ-পাৰ্শ্বে বহু শহৱ-বন্দৰ ও মঙ্গল
ধৰ্ম হয়ে যাওয়াৱ ফলে থামাৱ এক মঙ্গল থেকে অন্য মঙ্গলেৱ দূৰত্ব অনেক বেড়ে গেল ও নিৱাপনা কৱে গেল।

২৩৮৭। সাৰাৰ অধিবাসীৱা নিজেদেৱ কুকৰ্মেৱ দ্বাৱা শয়তানেৱ ধাৱণাকে সত্যায়িত কৱলো। শয়তান সাৰাৰ লোকদেৱ সম্বন্ধে এ ধাৱণা
পোষণ কৱেছিল যে সে তাদেৱকে বিপথগামী কৱতে পাৱবে। দুষ্ট লোক ও তাদেৱ দুৰ্কৰ্মেৱ সম্বন্ধে শয়তানেৱ এ ধাৱণাৱ উল্লেখ ১৭:৬৩
আয়াতে আছে। সেখানে শয়তানকে এ কথা বলতে দেখা যায়, অল্পসংখ্যক ছাড়া (আদমেৱ) বংশধৰকে সে ধৰ্ম কৱে ছাড়বে।

২৩৮৮। মানুষেৱ ওপৰ শয়তানেৱ কোন আধিপত্য নেই। মানুষ স্বীয় আন্ত-বিশ্বাস ও অসৎ কাজেৱ দ্বাৱা নিজেৱ আধ্যাত্মিক ধৰ্ম ডেকে
আনে।

২৩৮৯। অবিশ্বাসীদেৱকে চালেঞ্জ দেয়া হচ্ছে, তাৱ তাদেৱ সকল দেব-দেবীকে ইসলামেৱ বিৱৰণে আহ্বান কৱেও ইসলামেৱ উন্নতি ও
প্ৰসাৱ রোধ কৱতে পাৱবে না। ইসলামেৱ অহংকাৰি ও বিস্তৃতিৱ গতি রোধ কৱা তাদেৱ সাধ্যাতীত। সত্য কথা হলো, পৃথিবীতে এমন
কোন শক্তি নেই, যা ইসলামেৱ সম্প্ৰসাৱণ ঠেকাতে পাৱে।

২৩৮৯-ক। হয়ৱত নবী কৱীম (সা:ই একমাত্ৰ ব্যক্তি যিনি 'শাফায়াতকাৰী')। বাক্যটিৱ অৰ্থ এৱলো হতে পাৱে, এই ব্যক্তি যাৱ সম্বন্ধে
শাফায়াত কৱাৰ অনুমতি আল্লাহ তাআলা দিয়েছেন।

২৩৯০। শাফায়াতকাৰীদেৱ হৃদয়।

২৩৯১। শাস্তিযোগ্য পাপীৱা।

২৩৯২। শাফায়াতকাৰীৱা অথবা নবীৱা।

২৩৯৩ টীকা পৱবৰ্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِّنْ سُلْطَنٍ إِلَّا
لِنَعْلَمَهُ مَنْ يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ وَمَنْ هُوَ
مِنْهَا فِي شَكٍّ وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ
حَفِيظٌ^(১)

فُلِّي أَذْعُوا إِلَيْهِمْ رَّعَمْتُمْ مِّنْ دُونِ
اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي
السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا
مِنْ شَرِيكٍ وَمَا لَهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ^(২)

وَلَا تَنْقَمُ الشَّقَاعَةُ عِنْدَهَا إِلَّا لِمَنْ
أَذْنَ لَهُ مَحْتَىٰ إِذَا فُزِعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ
قَالُوا مَا ذَلِكَ قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا إِنَّهُ
هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ^(৩)

فُلِّي مَنْ يَرِزُقْ قُلْمَمْ مِنَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
فُلِّي اللَّهُ وَرَبِّنَا أَوْ رَبِّكُمْ لَعَلَىٰ هُدَىٰ أَوْ فِي
صَلَلِ مُبَيِّنِينَ^(৪)

২৬। তুমি বল, ‘আমরা যে অপৱাধ কৱেছি সে সম্পর্কে তোমাদের জিজেস কৱা হবে না এবং তোমরা যা কৱেছি সে সম্পর্কে আমাদেরও জিজেস কৱা হবে না।’

২৭। তুমি বল, ‘আমাদের প্রভু-প্রতিপালক আমাদের একত্র কৱবেন। এৱে তিনি সত্য ও ন্যায়ের সাথে আমাদের মাৰো মীমাংসা কৱবেন^{৩৯৪}। আৱ তিনিই উত্তম মীমাংসাকাৰী (ও) সৰ্বজ্ঞ।’

২৮। তুমি বল, ‘তোমরা তাঁৰ সাথে যাদেৱ শৱীকৱাপে সংযুক্ত কৱেছি আমাকে তাদেৱ দেখাওতো দেখি। (তোমরা) কখনো (তা কৱতে পাৱবে) না। বৱে তিনিই আল্লাহ (যিনি) মহা পৱাক্ৰমশালী (ও) পৱম প্ৰজ্ঞাময়।

২৯। আৱ আমরা তোমাকে *সমগ্ৰ মানব জাতিৰ জন্যই সুসংবাদদাতা ও সতৰ্ককাৰীৱাপে পাৰ্থিয়েছি^{৩৯৫}। কিন্তু অধিকাংশ লোক (তা) জানে না।

৩০। *আৱ তাৱা বলে, ‘তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকলে (বল), ‘এ প্ৰতিশ্ৰুতি কৱে (পূৰ্ণ) হবে?’

৩১। [১] [৯] তুমি বল, ‘তোমাদেৱ জন্য এক (নিৰ্ধাৰিত) দিনেৱ প্ৰতিশ্ৰুতি রয়েছে^{৩৯৬} যা থেকে *তোমরা এক মুহূৰ্তও পেছনে থাকতে পাৱবে না এবং সামনেও এগুতে পাৱবে না।’

৩২। আৱ যাৱা অস্বীকাৰ কৱেছি তাৱা বলে, ‘আমরা এ কুৱআনেৱ প্ৰতি কখনো ঈমান আনবো না এবং সেইসব (ভবিষ্যদ্বাণীৰ) প্ৰতিও (ঈমান আনবো না) যা এৱে সামনে (অৰ্থাৎ পূৰ্ববৰ্তী কিতাবসমূহে) রয়েছে।’ আৱ হায়! তুমি যদি দেখতে পেতে *যালেমদেৱ যখন তাদেৱ প্রভু-প্রতিপালকেৱ সামনে দাঁড় কৱানো হবে তখন তাৱা একে অপৱেৱ প্ৰতি দোষাবোপ কৱতে থাকবে। যাদেৱ অসহায় কৱে দেয়া হয়েছিল তাৱা অহঙ্কাৰ প্ৰদৰ্শনকাৰীদেৱ বলবে, তোমরা যদি না থাকতে তাহলে আমৱা অবশ্যই মু'মিন হতাম^{৩৯৭}।

দেখুন : ক. ৩৫৪১; ৪৬৪৫ খ. ২১৪১০৮; গ. ২১৪৩৯; ৩৬৪৪৯; ৬৭৪২৬ ঘ. ৭৪৩৫; ১০৪৫০ ঙ. ৭৪৩৯; ১৪৪২২; ২৮৪৬৪; ৩৩৪৬৮; ৪০৪৮।

২৩৯৩। আমৱা (বিশ্বাসীৱা) যেমন সৎপথ প্ৰাণ, তোমৱা (হে অবিশ্বাসীৱা) তেমনি ভাস্তিতে নিপতিত।

২৩৯৪। এই আয়াতটিতে মক্কা-বিজয়েৱ ঘটনাৰ প্ৰতি ইঙ্গিত রয়েছে বলে সাধাৰণত মনে কৱা হয়। মক্কা-বিজয়ে সন্দেহাতীতকৱে প্ৰমাণিত হয়ে গেল, মুসলমান ও অবিশ্বাসী দলেৱ মধ্যে কোনু দল ‘সত্য পথে পৱিচালিত’ আৱ কোনু দল ‘মিথ্যা পথাবলম্বী’। এ মহা বিজয়েৱ পৱেই মুসলমান ও প্ৰতিপক্ষ এই উভয়দলেৱ মধ্যে মনেৱ যিলন সম্পন্ন হয়েছিল।

২৩৯৫। কুৱআনে এ কথা বাব বাব ঘোষণা কৱা হয়েছে, মহানবী (সা:)কে পৃথিবীৰ বিলুপ্ত সময় পৰ্যন্ত সৰ্বমানবেৱ জন্য ‘ৱস্তু’ (প্ৰেৰিত পুৱৃষ্ট) কৱে পাঠানো হয়েছে। ২১৪১০৮, ২৫৪২ দেখুন। ইসলামেৱ বাণীই শাৰ্শত বাণী, যা সৰ্বমানবেৱ জন্য এসেছে এবং কুৱআনই আল্লাহৰ সৰ্বশেষ ধৰ্মগৰ্হণ্য যাতে সৰ্বকালেৱ সৰ্বমানবেৱ জন্য হৈদোয়াত রয়েছে।

২৩৯৬। ‘এক (নিৰ্ধাৰিত) দিন’ বলতে বদৱেৱ যুদ্ধেৱ দিনকে বুৰাতে পাৱে। অথবা ৩২৪৬ আয়াতে বৰ্ণিত দিনকে বুৰাতে পাৱে যা এক হাজাৰ বছৰেৱ সমান বলে উল্লেখিত হয়েছে। এই হাজাৰ বছৰ অতিক্রমেৱ পৱ ইসলাম সত্য ও বিশ্ব-ধৰ্মকৱে পৱিচিত ও গৃহীত হতে থাকবে এবং ধীৱে ধীৱে সাবা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়বে।

২৩৯৭ টীকা পৱবৰ্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

قُلْ لَا تُشَكِّلُونَ عَمَّا أَجْرَيْنَا وَلَا تُسْأَلُ
عَمَّا تَحْمِلُونَ^(১)

قُلْ يَعْمَلُ مُبَيِّنًا رَبُّنَا شَهِيدٌ يَفْتَحُ بَيْنَنَا
بِالْحَقِّ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ^(২)

قُلْ أَرْوَاهُ إِلَيْنَا الْحَقُّمُ بِهِ شَرِكَاءٌ
كَلَّا وَبِلْ هُوَ إِلَهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ^(৩)

وَمَا آزَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلَّذِينَ
بَشِّيرًا وَنَذِيرًا وَلِعِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ
لَا يَعْلَمُونَ^(৪)
وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ
ضَرِيقِينَ^(৫)

قُلْ لَكُمْ مِنِيعَادٌ يَوْمٌ لَا تَشْتَأْخِرُونَ
عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَشْتَفِدْ مُؤْنَةً^(৬)

وَقَالَ الظَّالِمُونَ كَفَرُوا لَنْ تُؤْمِنَ بِهِذَا
الْقُرْآنِ وَلَا يَأْتِي بَيْنَ يَدَيْهِ
وَلَوْ تَرَى لِذِلِّيْلَمُونَ مَوْقُوفِونَ
عِنْدَ رَبِّهِمْ جِبْرِيلُ بَعْضُهُمْ إِلَى
بَخْضٍ بِالْقَوْلِ جِبْرِيلُ يَقُولُ إِلَيْهِمْ
إِسْتَضْعَفُوكُمْ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لَوْ
أَنْتُمْ لَكُمْ مُؤْمِنِينَ^(৭)

৩৩। *যাদের অসহায় কৰে দেয়া হয়েছিল অহঙ্কার প্ৰদৰ্শনকাৰীৰা তাদেৱ বলবে, ‘আমোৱা কি তোমাদেৱ কাছে হৈয়াত আসাৰ পৰ তা থেকে তোমাদেৱ বিৱত রেখেছিলাম? বৱং তোমোৱাই অপৱাধী ছিলে।’

৩৪। *আৱ যাদেৱ অসহায় কৰে দেয়া হয়েছিল তাৱা অহঙ্কার প্ৰদৰ্শনকাৰীদেৱ বলবে, ‘বৱং (তোমাদেৱ) রাতদিনেৱ প্ৰতাৱণাই (আমাদেৱ অপৱাধী বানিয়েছিল) যখন তোমোৱা আমাদেৱ আদেশ দিতে যেন আমোৱা আল্লাহকে অস্বীকাৰ কৰি এবং তাৰ সমকক্ষ দাঁড় কৰাই।’ আৱ তাৱা যখন আয়াৰ দেখতে পাৰে তখন *তাৱা নিজেদেৱ অনুতাপ গোপন কৰবে^{৩৯৮}। যারা অস্বীকাৰ কৰেছিল আমোৱা তাদেৱ গলায় শিকল পৱাবো^{৩৯৮-ক}। তাদেৱ কেবল তাদেৱ কৃতকৰ্মেৱই প্ৰতিফল দেয়া হবে।

★ ৩৫। আৱ আমোৱা যে জনপদেই কোন সতৰ্ককাৰী পাঠিয়েছি এৱ বিস্তৰশালী লোকেৱা এ কথাই বলেছিল, *‘তোমাদেৱ যে বাণী দিয়ে পাঠানো হয়েছে আমোৱা অবশ্যই তা অস্বীকাৰ কৰিব^{৩৯৯}।

৩৬। আৱ তাৱা বলে, ‘(তোমাদেৱ চেয়ে) আমোৱা অধিক ধনসম্পদ এবং সন্তানসন্ততিৰ অধিকাৰী এবং আমাদেৱ কখনো আয়াৰ দেয়া হবে না।’

৩৭। তুমি বল, *‘নিশ্চয় আমোৱা প্ৰভু-প্ৰতিপালক যার জন্য চান রিয়ক সম্প্ৰসাৰিত কৰে দেন এবং সংকুচিতও কৰে দেন। কিন্তু অধিকাৎশ লোক (তা) জানে না।’

قَالَ الَّذِينَ اسْتَكَبُرُوا لِلَّذِينَ
اَسْتُضِعِفُوا أَنَّهُنْ صَدَّقُوكُمْ عَنِ
الْهُدَىٰ بَعْدَ اِذْ جَاءَكُمْ بَلْ كُنْتُمْ
مُّجْرِمِينَ ②

وَ قَالَ الَّذِينَ اسْتُضِعِفُوا لِلَّذِينَ
اَسْتَكَبُرُوا بَلْ مَكْرُ الْيَقِيلِ وَ التَّهَمَادِ
لَاذْ تَأْمُرُونَا اَنْ تَكْفُرُ يَامِلَوْ وَ
تَخْعَلَ لَهَ اَنْدَادًا وَ اَسْرُوا
النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ وَ
جَعَلْنَا الْأَغْلَلَ فِي آعْنَاقِ الَّذِينَ
كَفَرُوا هَلْ يُجَزِّونَ اِلَّا مَا كَانُوا
يَعْمَلُونَ ②

وَمَا اَذْسَلْنَا فِي قَرِيبَةٍ مِّنْ نَّذِيرٍ
إِلَّا قَالَ مُتَرَفُوهَا، لَئِنْ يَمْا
اُذْسَلْتُمْ بِهِ كُفَرُونَ ②

وَقَالُوا نَحْنُ اَكْثَرُ اَمْوَالًا وَ اُولَادًا
وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ ②

فُلِّ اِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ
يَشَاءُ وَيَقْرُبُ وَلِكَثِيرٍ اَكْثَرُ النَّاسِ
لَا يَعْلَمُونَ ②

দেখুন ৪ ক. ১৪৪২২; ২৪৪৬৪; ৪০৪৪৮ খ. ১৪৪২২; ৪০৪৪৮; গ. ১০৪৫৫ ঘ. ৬৪১২৪; ১৭৪১৭।

২৩৯৭। মানব-প্ৰবৃত্তি এমনই যে যখন দোষী ব্যক্তি শাস্তিৰ সম্মুখীন হয় তখন সে নিজেৰ দোষেৱ ও কুকৰ্মেৱ দায়িত্ব অন্যেৱ ওপৰ চাপিয়ে নিজেকে বাঁচাতে চায়। এ আয়াত ও পৱৰবৰ্তী আয়াত দুটিতে মানুষেৱ প্ৰবৃত্তিৰ এই দিকটাৰ ওপৰ আলোকপাত কৱা হয়েছে।

২৩৯৮। ‘আসাৰৱাহ’ মানে সে এটি লুকিয়েছিল (লেইন)।

২৩৯৮-ক। ‘আনাক’ এৱ অন্য অৰ্থ হলো দলনেতা অথবা ধনী লোক (লেইন)।

২৩৯৯। আল্লাহৰ নবীৰা আসেন নিৰ্যাতিত, নিপতিত, আশাহত মানবতাকে সমাজেৱ সঠিক স্থানে উন্নীত কৰে কায়েমী স্বাৰ্থবাদীদেৱ হাত থেকে তাদেৱ ন্যায্য প্ৰাপ্য তাদেৱ জন্য নিশ্চিত কৱাৰ জন্য। আৱ এ কাৱণেই সকল যুগে প্ৰত্যক্ষ কৱা গেছে নতুন ঐশ্বী-বাণী আসাৱ সাথে সাথে ধনী, সম্পদশালী, শক্তিধৰ ও প্ৰতিপত্তিশালীৰা তথা কায়েমী স্বাৰ্থবাদী মহল নবীৰ বিৱৰণে লেগে গেছে।

৩৮। আৱ তোমাদেৱ ধনসম্পদ ও তোমাদেৱ সন্তানসন্ততি এমন কিছু নয় যা তোমাদেৱকে মৰ্যাদায় আমাদেৱ নিকটবৰ্তী কৱে দিবে।^১ তবে যে ঈমান আনে এবং সৎকাজ কৱে সে-ই (নৈকট্যপ্রাপ্ত হয়)^{২০০}। এদেৱই কৃতকৰ্মেৰ দৱৰণ এদেৱ দিগ্ন পুৰস্কাৱ দেয়া হবে এবং^২ এৱা উচু প্ৰাসাদে শাস্তিতে থাকবে।

৩৯।^৩ আৱ যারা আমাদেৱ আয়াতসমূহ ব্যৰ্থ কৱাৱ চেষ্টায় ছুটে বেড়াছে এদেৱকেই আয়াবেৱ^{২০১} সম্মুখীন কৱা হবে।

৪০। তুমি বল, ‘নিষয় আমাৱ প্ৰভু-প্ৰতিপালক নিজ বান্দাদেৱ মাৰো যার জন্য চান রিয়্ক সম্প্ৰসাৱিত কৱে দেন এবং (কখনো কখনো) তাৱ জন্য (রিয়্ক) সংকুচিতও কৱে দেন। আৱ তোমৱা যা-ই খৰচ কৱ তিনিই এৱ বিনিময় দিয়ে থাকেন। আৱ তিনি রিয়্কদাতাদেৱ মাৰো সৰ্বোত্তম।

★ ৪১। আৱ (শ্ৰবণ কৱ সেদিনকে), যেদিন^৪ তিনি তাদেৱ সবাইকে একত্ৰ কৱবেন। এৱপৰ তিনি ফিৱিশ্তাদেৱ বলবেন, ‘এৱা কি (বিশেষভাৱে) তোমাদেৱই ইবাদত কৱতো?’

৪২। তাৱা বলবে,^৫ ‘তুমি পৰিত্ব। তাদেৱ পৱিবৰ্তে তুমিই আমাদেৱ বন্ধু। বৱং তাৱা তো জিনদেৱ ইবাদত কৱতো। তাদেৱ অধিকাংশ এদেৱই প্ৰতি ঈমান রাখতো।’

৪৩। সুতৰাং (কাফিৱদেৱ বলা হবে), ‘আজ তোমাদেৱ কেউ একে অপৱেৱ উপকাৱ এবং অপকাৱও কৱতে পাৱবে না।’ আৱ যারা যুলুম কৱেছিল আমৱা তাদেৱ বলবো, ‘তোমৱা যা মিথ্যা বলে প্ৰত্যাখ্যান কৱতে^৬ সেই আগুনেৰ আয়াৱ ভোগ কৱ।’

দেখুন : ক. ১৩৪২৭; ২৯৪৬৩; ৩৯৪৫০; ৪২৪১৩ খ. ৩৪৪৮; ৬৪৪৯; ১৮৪৮৯; ১৯৪৬১ গ. ২৫৪৭৬ ঘ. ২২৪৫২ ঙ. ১০৪২৯; ১৭৪৯৮; ১৯৪৬৯ চ. ২৫৪১৯ ছ. ৮৪১৫; ১০৪৫০; ২২৪২৩।

২৪০০। ধন-দৌলত, ক্ষমতা ও মৰ্যাদা ইত্যাদি দুনিয়াৱ সম্পদ আল্লাহৰ নৈকট্য লাভেৰ উপায় নয়। বৱং এগুলো মানুষকে আল্লাহৰ কাছ থেকে দূৱে রাখতে চায়। সঠিক বিশ্বাস এবং সৎকৰ্মই মানুষেৰ প্ৰকৃত সম্পদ যা মানুষেৰ জন্য পৱিত্ৰণ ও আল্লাহৰ সন্তুষ্টি বহন কৱে আনে।

২৪০১। সত্য ও আল্লাহৰ উদ্দেশ্যকে ঠেকাবাৱ জন্য অবিশ্বাসীৱা যত প্ৰচেষ্টা এবং যত ষড়যন্ত্ৰই কৱক না কেন তাৱা কখনই সফলতাৱ মুখ দেখবে না, বৱং তাদেৱ এ হীন দৃঢ়তি তাদেৱই মাথায় ভেঙ্গে পড়বে।

★ ৪১-৪২ আয়াতে সেইসব মুশৱিৱকেৰ উল্লেখ কৱা হয়েছে, যারা তাদেৱ বড় বড় নেতাদেৱকে কাৰ্যত খোদা বানিয়ে বসেছিল। এখানে ‘জিন’ বলতে এসব সৰ্দারদেৱ বুৰানো হয়েছে। মুশৱিৱকোন কোন ফিৱিশ্তার নামও নিয়ে থাকে যে তাৱা এদেৱ ইবাদত কৱে। এটা ফিৱিশ্তাদেৱ বিৱৰণে নিছক অপৰাদ। কিয়ামত দিবসে ফিৱিশ্তারা এ দোষ থেকে নিজেদেৱ দায়মুক্তিৰ ঘোষণা দিবে। (হ্যৱত খলীফাতুল মসীহ রাবে) কৰ্ত্তৃক উদৃতে অনুদিত কুৱান কৱিমে প্ৰদণ টীকা দ্বষ্টব্য।)

وَ مَا أَمْوَالُكُمْ وَ لَا أَوْلَادُكُمْ إِنَّهُ
تَقْرِبُهُمْ عِنْدَنَا زُلْفَيْ رَلَّا مَنْ أَمْنَ
وَعَمِلَ صَالِحًا زَفَأُولَئِكَ لَهُمْ جَزَاءٌ
الضِّعْفُ بِمَا عَمِلُوا وَ هُمْ فِي
الغُرْفَةِ أَمْنُونَ^৬

وَ الَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي أَيْتَنَا
مُعْجِزَيْنَ أُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ
مُخْضَرُونَ^৭

قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ
مِنْ عِبَادِهِ وَ يَقْرِبُ لَهُ وَ مَا
آتَقْفَتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ
وَ هُوَ خَيْرُ الرِّزْقَيْنَ^৮

وَيَوْمَ يَخْشُرُ هُمْ جَمِيعًا شَهَادَةً يَقُولُ
لِلْمَلَائِكَةِ أَهُولَاءِ رَأَيَاكُمْ كَانُوا
يَخْبُدُونَ^৯

قَالُوا سُبْحَنَكَ أَنْتَ وَلِيَنَا مِنْ
دُونِهِمْ جَبَلَ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ
أَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ^{১০}

فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ
نَفْعًا وَ لَا ضَرًّا وَ نَقْوُلُ لِلْذِينَ
ظَلَمُوا دُوْقُوا عَذَابًا بِالنَّارِ الَّتِي كُنْتُمْ
بِهَا تُكَذِّبُونَ^{১১}